সংবাদ

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় জবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

মো. ফখরুল শাহীন, জবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা সংবাদকে এ শঙ্কার কথা জানান। তবে শঙ্কা দূর করতে ডিজিটাল ডিস্টের মেটাল-এ চেক করার পাশাপাশি একাধিক সিসি ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন জঙ্গি হামলার ঘটনায় আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পুরো ক্যাম্পাস। মাঝে মধ্যেই ক্যাম্পাসে জঙ্গি সংগঠনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গত ১৬ জুন ঈদের ছুটি শুরুর আগের দিন ক্যাম্পাসে বিভিন্ন জায়গায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীর সরকারবিরোধী পোস্টার টানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে নিরাপত্তা কর্মীদের পাহারা ও সিসি ক্যামেরা সক্রিয় থাকার পরও এ সংগঠনটি পোস্টার টানায় যা সবারই নজরে পড়েছে। এর আগে গত ১৯ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানবিরোধী লিফলেট বিতরণকালে পুলিশ 'গণমুক্তি' গানের দলের দুই কর্মীকে আটক করে। আটকরা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আবুল বারাকাত আকিব ও বহিরাগত এক ছাত্রী ফারহানা হক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এসব ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা। তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারিও করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যলয় ঘুরে দেখা যায়, নিরাপত্তার জন্য ১১টি সিসি ক্যামেরা দিয়ে চলছে পুরো ক্যাম্পাস। নিরাপত্তার পাশাপাশি এগুলো দিয়ে আবার বিশেষ কাজেও ব্যবহার হয়। এর মধ্যে বিজনেস স্টাডিজ ভবনের সামনে ১টি, প্রশাসন ভবনের সামনে-পিছনে ও উত্তর কর্নারে ৩টি, বিজ্ঞান অনুষদে ১টি, কলা অনুষদে ১টি, কাঠাল তলায় ১টি, প্রধান ফটকের সামনে ১টি, ব্যাংকের সামনে ১টি, মসজিদের সামনে ১টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইলে তারা সংবাদকে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হলে পুরা ক্যাম্পাসে যথাসম্ভব সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করলে হয়তো একটু হলেও স্বস্তি পাওয়া যাবে। সমাজবিজ্ঞানের ৯ম ব্যাচের শিক্ষার্থী সোহেল আহমেদ বলেন, প্রশাসনের উদাসীনতাই যেকোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরাসহ দক্ষ নিরাপত্তা প্রহরির ব্যবস্থা করতে হবে।

এবিষয়ে নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড আইটি দফতরের সাব অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার (নেটওয়ার্ক) একেএম মাহবুব আলম ভূঁইয়া বলেন, 'মাত্র ১১টি ক্যামেরায় সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস তদারকি করা সম্ভব নয়। আরও কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০টি ক্যামেরা হলে মোটামোটি চালিয়ে নেয়া যায়। তিনি বলেন, 'আমরা গতবার আবেদন করার পর ২টি পেয়েছি। এবার আবেদন করা হয়েছে, দেখি এবার কয়টা আসে।' এ বিষয়ে জবি প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সিসি ক্যামেরা সক্রিয় রয়েছে এবং তা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিবহনের বাসগুলোতেও বাড়তি সতর্কতা রাখা হচ্ছে। প্রধান ফটকে পুলিশ ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছে।' ডিজিটাল ডিস্টের মেটাল-এ চেক করে সবাই ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা কিছু দিনের মধ্যেই নেয়া হবে। এছাড়া নতুন করে আরও সিসি ক্যামেরা বসানো হবে বলেও জানান তিনি।

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুলিশের ছত্রছায়ায় বাড়ির দেয়াল ভাঙার অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে হাজারিবাগ থানার ওসিসহ ৩ পুলিশ কর্মকর্তার গাড়ি প্রবেশের সুবিধার জন্য রাস্তা তৈরি করতে বহুতল ভবনে দেয়াল ও সুয়ারেজ লাইন ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন মাহমুদা খাতুন নামে এক বৃদ্ধা।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার স্বামী- মৃত হাজী মোহাম্মদ সিরাজ আলী, বাসা-১, সড়ক-৭/এ, থানা-ঝিগাতলা ধানমন্ডি জমি কিনে বহুতল ভবন নির্মাণ করেন। যেখানে ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করছিলেন। কিন্তু ২০০৭ সালে তার মৃত্যু হলে আমাদের পেছনের বাড়ির (বাসা-২, সড়ক-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা) মালিক প্রায়ত আবদুর রহমানের ৭ সন্ত্রাসী ছেলে আমাদের নানারকম নির্যাতন করতে থাকে। কারণ তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে ৬ ফিটের একটি রাস্তা রয়েছে। ওই ৬ ফিট রাস্তা নির্মাণ করতে আমাদের ৩ ফিট জমি ছেড়ে দিতে হয়। এ ব্যাপারে এলাকার লোকজন নিয়ে ত্রি-পক্ষীয় একটি বৈঠকে চুক্তি করা হয়। যাতে দুই পক্ষই স্বাক্ষর করেন। এক সময় এই চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের ১২ ফিট জমি দখল করার চেষ্টা করে। যার কারণে আদালতে মামলা করা হয়। ওই মামলায় আদালত স্থগিতাদেশ দেন।

রাজউকে অভিযোগ দিলে সেখান থেকেও স্টে অর্ডার দেয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি ওই ভবনে তিন পুলিশ কর্মকর্তা (হাজারীবাগ থানার ওসিসহ তিন জন ইন্সপেক্টর) কোটি টাকা মূল্যে ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। তাদের গাড়ি ভেতরে নিতে আদালতের ও রাজউকের রায় উপেক্ষা করে গত ১৯ জুলাই থেকে পুলিশ ও গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমার ভবনের দেয়া সুয়ারেজ লাইন ভেঙে ফেলে। এতে করে আমার সুয়ারেজ লাইন এখন রাস্তার ভেতরে যায়।